স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক

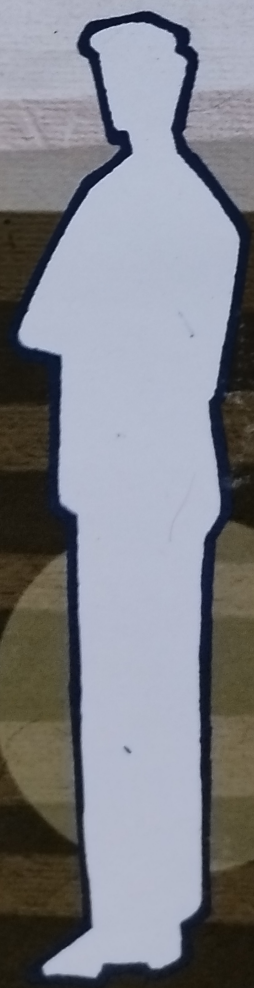

সম্পাদনা

অরূপ পাল

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক
অরূপ পাল সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০২১

ISBN : 978-81-948345-0-2

সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে সর্বানী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : অমিত মণ্ডল

'Swadhinata Parabarti Bangla Natok'
A book on
"A collection of selected research articles on Bengali Drama"
edited by
Arup Pall

Published by **Som Publishing**
21, Kanai Dhar Lane , Kolkata 700 012
Ph - 8697267510, 9874094834
Email : sompublishing16@gmail.com

মূল্য : ১৯৯.০০

সূচিপত্র

'চাঁদ বণিকের পালা'য় সনকা- জায়া ও জননী'

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী ১৭

মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবি থেকে নাটককার

অনিমেষ কুণ্ডু ২২

মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব

মহম্মদ দারাব ৩০

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদীঃ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের করুন পরিণতি

আকবর হোসেন ৩৬

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটকে উদ্বাস্তু জীবন বৃত্তান্ত, স্ংকট ও দিশা

ড. মুস্তাক আহমেদ ৪৪

উৎপল দত্তের নাটক (নির্বাচিত) ইতিহাস চেতনা

বিজয় প্রামানিক ৫১

মোহিত চট্রোপাধ্যায়ের 'ভালোমন্দঃ জীবন বাস্তবতার বহুস্বর

রোকেয়া পারভীন ৫৭

উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' প্রতিবাদী ঐতিহ্যের উত্তরণ

সাহেব কুমার হাজরা ৬২

অয়দিপাউস ও শম্ভু মিত্র একটি বলিষ্ঠ নাট্য উপস্থাপনা

ড. মৌমিতা সরকার ৬৮

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকে রাজনৈতিক প্রভাব প্রসঙ্গ উৎপল দত্তের নাটক

সাহেব মাল ৭৫

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্যের- 'গোত্রান্তর' নাটক

মৌসুমী মাল ৮৩

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালোমন্দঃ জীবন বাস্তবতার বহুস্বর

রোকেয়া পারভীন

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৯৩৪ সালের ১ লা জুন বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহন করেন।পিতার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম রেনুকা চট্টোপাধ্যায়।১৩ বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন।১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তিনি ভর্তি হন সিটি কলেজে।সাহিত্যচর্চার সুবাদে সেই সময় থেকেই ঘনিষ্টতা তৈরী হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্দিপন চট্টোপাধ্যায়, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে। কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চার জগতে পদার্পন করেন।কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি কবিতার জগৎ থেকে সরে নাটকের জগতে প্রবেশ করেন। তবে কবিতা থেকে সরে এলেও তাঁর নাটকের ভাষাতেও বরাবরই উঠে এসেছে কাব্যিক পেলবতা। তিনি সামাজিক অবক্ষয়, দলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নাট্যমন্ত্রে যুবসমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। একজন নির্ভীক নাট্যপথিক হিসাবে যার শিরার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে জমে থাকত নাটকের রক্ত ঘাম।আজও নাট্যমঞ্চে নাটকের কথা ভেসে এলে চোখ বন্ধ করে সকলের আগে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথায় মনে করা যায়। নাট্যকার উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে সমানভাবে মোহিত চট্টোপধ্যায়ের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে।জীবনের উৎস সন্ধানে নাট্যরস নিঙড়ে একটু সুখে বাঁচাটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।নাটক প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন- 'আসলে কি জানো, আমি ঠিক কিছু হতে চাই বলে করিনি, শুধু আরম্ভ করেছি।আর এই লেখা, নাটক বা কবিতা বলো সবকিছুই আমার কাছে 'ওয়ে অফ লাইফ' বলে মনে হয়েছে।আর জীবনের চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর নাটক।এরকমই একটি নাটক 'ভালোমন্দ'- যেখানে জীবন বাস্তবতার মোড়কে মিথ্যা ঘটনাকে সত্যের অঙিনায় নিয়ে এসে দুই যুবক-যুবতীকে চরম বিপদে ফেলা হয়।আমার আলোচ্য বিষয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালোমন্দ' নাটকে জীবন বাস্তবতার বহুস্বরের পর্যালোচনা করা।

পুপু নামে এক ষোল-সতের বছরের মেয়ে এবং আঠার-উনিশ বছরের ছেলে ডাম্বেলের একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটির কাহিনী আবর্তিত।পুপু একটি অফিসের পুরুষের রেস্টরুমে ঢুকে পড়ে।কারন সে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার সময় রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরের লেজে পা দিলে রাগান্বিত কুকুরটি তাকে তাড়া করে।বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি ঘরে আশ্রয় নেয়- আর সেই ঘর ছেলেদের না মেয়েদের তা